কবিতা চলছে

কবিতা চলছে

মো. ইকবাল মাহমুদ

কবিতা চলছে * মো. ইকবাল মাহমুদ
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০২১
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
শান্তিকুঞ্জ মোড়, বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ।
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ২০০/- (দুইশত) টাকা
[বই বিক্রি হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ দুস্থ ও অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে]
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৫৫২-৫-০
ISBN: 978-984-93552-5-0

Kobita Cholche by Md. Iqbal Mahmud
Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSICIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Period of Publication: Ekushey Boimela 2021
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 200/- (Two Hundred Only)

উৎসর্গ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সকল শহিদ, নির্যাতিত এবং অংশগ্রহণকারী জীবিত প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা।

মুখবন্ধ

কবিতা হচ্ছে সাহিত্যের আদিমতম শাখা এবং শিল্পের একটি উত্তম উপ-শাখা। কবিতা রচনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এর কোনো সীমানা নেই, নেই কোনো পরিসমাপ্তি। ইহজগতের তাবৎ বিষয়াবলীকে একত্র করা সম্ভব কবিতার মাধ্যমে। কাঠামোগত বিচারে কবিতা বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে এবং কবিতা সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে কবিতার বৈশিষ্ট্য ও কাঠামোতে পরিবর্তন হয়েছে। তথাপি কবিতা একজন কবির অন্তর গহীনের ভাবাবেগ, উপলব্ধি, অনুভূতি, চিন্তা এবং বিস্তৃত কল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপ; যেখানে শব্দ ও বাক্যের নান্দনিক সমাবেশে কখনও কাল্পনিক কখনও ধারণাগত ছন্দের এক অভিনব আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়।

'কবিতা চলছে' আমার দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থ। মূলত আমার প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'কবিতা শুরু', আমাকে উৎসাহ দিয়েছে দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থটি প্রকাশ করার। আর এ কাজটি সহজ হয়েছে প্রথম বইয়ের পাঠক-শ্রোতাদের নিরন্তর ভালোবাসার জন্য। মহান স্বাধীনতার আসন্ন সুবর্ণজয়ন্তীকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যেই 'কবিতা চলছে' গ্রন্থে সর্বমোট ৫০ টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা রয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় কবিতাগুলো ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ, প্রকৃতি, প্রেম-ভালোবাসা, সম-সাময়িক ঘটনা প্রবাহ ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে।

এবারও পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইলো 'কবিতা চলছে' গ্রন্থের মূল্যায়নের।

মো. ইকবাল মাহমুদ
ফেব্রুয়ারি ২০২১

সূচি

কবিতা চলছে ■ ১১
তুরস্কে সূর্যোদয় ■ ১২
পরাজিত মন ■ ১৩
স্বপ্নের ইস্ক্রুক ■ ১৪
বোলজানো ■ ১৫
মনের শাসন ■ ১৬
কষ্ট সমগ্র ■ ১৭
আঘাতের প্রতিঘাত ■ ১৮
মানব-মাছি ■ ১৯
জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব ■ ২০
চোখ ■ ২১
রেসকোর্সের মহাকাব্য ■ ২২
তোমাকে ■ ২৩
সময় প্রবাহে ■ ২৫
পঙ্গপাল ■ ২৬
টকশো ■ ২৭
করোনা ভাইরাস ■ ২৮
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ■ ৩০
প্রজাতন্ত্র ■ ৩১
সৃষ্টিকর্তা সকলের ■ ৩২
চাউল চোর-১ ■ ৩৪
চাউল চোর-২ ■ ৩৫
শিশুর আগমনে ■ ৩৬
জেআরসি স্মরণে ■ ৩৭
মে দিবস ■ ৩৯
৪১ ■ মন ডায়েরি
৪২ ■ মাহে রমজান
৪৪ ■ আনিসুজ্জামান স্মরণে
৪৬ ■ মনে রেখো না
৪৭ ■ করোনা কালের ঈদ
৪৮ ■ ঘরবন্দি
৪৯ ■ বাবা
৫০ ■ নবাবের ঘাতকেরা
৫৩ ■ যুহানার জন্মদিন
৫৪ ■ সর্বত মৃত্যু
৫৫ ■ স্বপ্নবাজ
৫৬ ■ ইন্টেলেক্টচোয়াল
৫৭ ■ মন ভাবনা
৫৮ ■ এ লাশ আমি চিনি না
৬১ ■ চোর-সন্ন্যাসী
৬২ ■ পারিনি
৬৩ ■ Soul and Car
৬৪ ■ Balanced Diet
৬৫ ■ প্রিয় ভুলগুলো
৬৬ ■ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস
৬৭ ■ প্রিয় রাসেল
৬৮ ■ শিশির বিন্দু
৬৯ ■ সমুদ্র দেখবো
৭০ ■ অপচয় করো না
৭১ ■ যাবার সময় হইয়া গিয়াছে

কবিতা চলছে

‘কবিতা শুরু’র পর থেকে
‘কবিতা চলছে’-
পাঠক হৃদয় আমার কাছে
অনেক কথাই বলছে।

‘কবিতা শুরু’ সফল কিনা
তা নিয়ে আর ভাবছি না,
পাঠক হৃদয়ে পৌঁছে দিতে
‘কবিতা চলছে’ রচনা।

এবারও কবিতায় রয়েছে প্রেম
আবেগের স্মৃতি, বিরহ-
আছে বাস্তবতা, ইতিহাস; আর
মনের অনুভূতি সমগ্র।

আজ এখানেই শেষ করবো
ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নিয়ে,
সময় নিয়ে পড়ুন ‘কবিতা চলছে’
পাতার পর পাতা উল্টিয়ে।

তুরস্কে সূর্যোদয়

বসে আছি ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে
সময় প্রভাত আট'টার কিছু অধিক,
মায়াবী সূর্যোদয়ে, অনিন্দ্য সুন্দরে
আলোকিত চারদিক।

সহস্রাধিক জনস্রোত যেন
সূর্যোদয়ের অপেক্ষায়,
কেউ ঘরমুখো, কেউ বা ভ্রমণপিপাসু
অনবরত ছুটে যায়।

আমারও দৃষ্টি সূর্যোদয়ে-
ফেলে আসা মন আপন জনে,
ভাবছি বসে বিবশ মনে
জীবন বদলায় ক্ষণে ক্ষণে।

যাই ভাবা হোক সত্য-মিথ্যা
স্রষ্টার সৃষ্টিতে অপরূপ সব,
তুরস্কে; এই সূর্যোদয়ে-
প্রাণের উচ্ছ্বাসে নব কলরব।

২২/০১/২০২০ খ্রি. সকাল ৮.৪৫ ঘটিকা
ইস্তানবুল এয়ারপোর্ট, তুরস্ক।

পরাজিত মন

অধিকার আদায়ে মনে অস্থিরতা
কিন্তু এ অপ্রিয়, নিঠুর বাস্তবতা-
অধিকার পেতে মনে মনে ভয়
সর্বদা আশঙ্কা, সংকোচ, সংশয়।

তোমাদের মনেও চাপা কান্না
উদয়-অস্তে কঠোর আঘাত,
সয়ে যাওয়া সব ভেবে নিয়তি
আহত প্রাণের প্রবল আকুতি।

প্রতিনিয়ত পরাজিত মন
ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বিভাজিত যখন–
ভেবেই নিয়েছো সব রীতিনীতি
সময় অতীত, স্মৃতি-বিস্মৃতি।

জানি ঐ মনের সুপ্ত বাসনা
মঙ্গল প্রয়াসে সদা আরাধনা,
কিন্তু মম মন মানে না
হিসাব নিবন্ধে শুধুই পাওনা।

পরাজিত তব মনের কাছে
প্রত্যাশা করা কেবলই বৃথা,
পরাজিত মনই; জয়ী তোমার
আমারই সকল আবেগ অযথা।

২৩/০১/২০২০ খ্রি.
স্ক্যানডিক স্যুদহাবন্যান, কোপেনহাগেন, ডেনমার্ক।

স্বপ্নের ইন্সব্রুক

রোদেলা সকালে-
আমি স্বপ্নের ইন্সব্রুকে।

হিম ঠাণ্ডায় বরফ জমা চারদিক,
ওল্ড ইন ব্রিজে দাঁড়িয়ে
সুদূরের বিস্ময়কর আল্পস পর্বতমালা দেখছি-
ইন নদীর সুরেলা স্রোতধারা কানে বাজছে,
পর্বতগুলো বরফের সাদা চাদরে ঢাকা
সূর্যের স্নিগ্ধ আলোক কণা পর্বতগুলোকে
ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে ব্যস্ত।
কি নৈসর্গিক আর মনোরম দৃশ্য!
প্রকৃতি তার খেয়ালগুলো যেন
মানুষের জন্য উজাড় করে দিয়েছে-
অকৃত্রিম ভালোবাসায়,
সকলেই তা উপভোগ করছে পরমানন্দে।

ইন্সব্রুকের অদূরে সালস্‌বুর্গ শহরে
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও
খুঁজে পেয়েছিলেন এমিলি শ্যাঙ্কেলের
অকৃত্রিম ভালোবাসা-
তাইতো শুভ পরিণয়ে নেতাজীর বন্ধনও রয়েছে
এই স্বপ্নের ইন্সব্রুকে।

২৬/০১/২০২০ খ্রি.
ইন্সব্রুক, অস্ট্রিয়া।

ইন্সব্রুক (Innsbruck)
পশ্চিম ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার টিরোল (Tyrol) প্রদেশের রাজধানী (রাজধানী হয় ১৪২৯ খ্রিস্টাব্দে) এবং পঞ্চম বৃহত্তম শহর। ইন্সব্রুক The Capital of the Alps নামেও পরিচিত। ইন্সব্রুক শীতকালীন ক্রীড়া কেন্দ্র হিসেবে সুপরিচিত । ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ইন্সব্রুকেই Winter Youth Olympic Games (YOG) অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্ত্রী এমিলি শ্যাঙ্কেলের বাড়ি ইন্সব্রুক শহরে অবস্থিত।

বোলজানো

লিখতে বসেছি যেই–
বাতায়ন ওপাশের দৃশ্যে উপলব্ধি,
আজ বোলজানো'র
মন ভালো নেই।

গগন স্পর্শী ঐ–
পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে,
সূর্যের আলোকচ্ছটা আজ
হারিয়ে গিয়েছে গভীর লাজে।

দানব সম ডলমাইটগুলো
কুয়াশার আলিঙ্গনে ধোঁয়াচ্ছন্ন,
ছল-তামাশায় মগ্ন শুভ্র রেখা
অনিন্দ্য সুন্দরে অনন্য।

কখনও মনের বিরহে
আলতো পরশে নদীর জলে,
বোলজানোর রূপ লুকায়িত আজ
শুভ্র কুয়াশার মায়াবী দাবানলে।

২৮/০১/২০২০ খ্রি.
বোলজানো, ইতালি।

বোলজানো (Bolzano)
ইতালির উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি শহর যার মোট আয়তন ৫২,২৯০ বর্গ কিলোমিটার। বোলজানো শহরটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে ইতালি দখল করে নেয়। বোলজানো শহরের পশ্চিমে সুইজারল্যান্ড, উত্তরে অস্ট্রিয়া ও পূর্ব-দক্ষিণে স্লোভানিয়া অবস্থিত । উঁচু উঁচু পাহাড়-পর্বতে ঘেরা বোলজানো মূলত পর্যটক ও স্কেটিং-এর শহর হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত।

ডলমাইটস (Dolomites)
ইতালির উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত পর্বতমালা। ডলমাইটগুলো শীতকালে স্কিই এবং গ্রীষ্মকালে (বসন্তের শেষে/শরতের শুরুতে) পর্বতারোহণ (হাইকিং), সাইক্লিং, বেইস জাম্পিং, প্যারাগ্লাইডিং ও হ্যাংগ্লাইডিংয়ের জন্য বিখ্যাত।

মনের শাসন

ও চোখের দৃষ্টি পলকে
আরক্তিম আবেদন,
সুপ্ত হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ
কিংবা গোপন সংযোজন।

ও হাতের শীতল পরশে
আবেগের ঐকতান,
ভুল আর পঙ্কিলতার
নতুন উপাখ্যান।

ও ঠোঁটের নমিত কোণে
স্নায়ু বাসনার রেখা,
চিবুকের আবর্তনে
অদেখাকে দেখা।

ও পায়ের নূপুর জোড়ায়
রাগিণীর ঝংকার,
মনের শাসনে দেহ অর্পণ
অবেলায় বারংবার।

০৪/০২/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

কষ্ট সমগ্র

কষ্টের কথা বলতে হয় না
কষ্টের কথা বলতে নেই,
কষ্টেরা সুখেরই অপর পিঠ
বসবাস তার হৃদয় গহীনেই।

কষ্টেরা কখনও হারিয়ে যায়
আবার ফিরে আসে নিরন্তর,
আঘাত, অবহেলায় রচিত তার
প্রতিটি বাক্য, শব্দ, অক্ষর।

কষ্টের আশ্রয় নেত্রে
অবস্থিতির ঐ কৌশল,
বুক ফাটা বিলাপের লেখ্য
নেত্রনিঃসৃত নোনাজল ।

কষ্টকে লালন করে দিন যায়
চাওয়া-পাওয়ার হিসাব নয় সরল,
অনেক সময় পর উপলব্ধি
যোগ-বিয়োগেই তার ফল ।

কষ্ট থেকে মুক্তির আশায়
আমার নেই কোনো অভিরুচি,
এ যে মোর অনন্তের সহযাত্রী
জীবন নিবন্ধের নিয়মিত সূচী ।

০৬/০২/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

আঘাতের প্রতিঘাত

আঘাতে আঘাতে
চেয়েছো করতে জর্জরিত,
আঘাতের আলিঙ্গনে
আমি অনেক পরিণত।

এখনও আমি আঘাতের
প্রতিঘাত করতে প্রস্তুত,
নিশ্চয়ই ভাবছো–
কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত!

কালের যাত্রা ধ্বনিতে
মোর ঠিকানায় সুপ্রভাত,
শূন্যের কোঠায় আজ মোর
আঘাতের প্রতিঘাত।

১৯/০২/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

মানব-মাছি

তিনি শিক্ষিতই বটে!
বোঝেনও বেশ ঢের,
তিনি ছোট পণ্ডিত
সবজান্তা শমসের।

তার কাজই শুধু
অপরের ভুল ধরা,
নিজেকে খুব ভাবেন জ্ঞানী
দেখান মেজাজ কড়া।

আকারে তিনি খর্বকায়
কর্কশ তার বাক,
বলার ছিল অনেক কিছু
বলবো না আজ; থাক।

এসব মানুষ ভয়ংকর
দেশ-সমাজের বোঝা,
কাজই তাদের মাছির মতো
ক্ষত স্থান খোঁজা।

সবখানেতেই এহেন কিছু
চরিত্র বিদ্যমান,
এড়িয়ে চলাই উত্তম এসব
সতর্ক শয়তান।

২৪/০২/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব

চেয়ারেতে বসে বেঁকে
কপালের ভ্রু কুঁচকে
কথার মালায় করে
সব সয়লাব।
জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব
কিন্তু জ্ঞানের অভাব।

নীচুমনা আচরণ
চিন্তাও নিম্ন,
অন্যের লোক প্রিয়তায়
ঈর্ষা স্বভাব।
জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব
কিন্তু জ্ঞানের অভাব।

মন ভরে, প্রাণ ভরে
দেখছে সবাই,
ভয়ে সব জড়সড়
নিশ্চুপেই যেন লাভ।
জ্ঞানী জ্ঞানী ভাব
কিন্তু জ্ঞানের অভাব।

২৫/০২/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

চোখ

ভুল করে মম পানে
তাকিয়েছো যেই,
আমারও দৃষ্টিক্ষণ
হরিণী চোখেই।

চেনা চোখ, ও চোখের
লাজুক পলক,
গৌণ দৃষ্টিসীমায়
ইশারার সংযোগ।

‘চোখ যে মনের কথা বলে’
জেনেছি আগে,
দৃষ্টির বিনিময়
আবেগে-সোহাগে।

চোখ দুটি স্বপ্নের
ব্যস্ততায় বিভোর,
কখনও ছলনা ভরা
খুব স্বার্থপর।

ও চোখের বারিধারাও
ঢের মূল্যবান,
হৃদয়স্পর্শী আর
জলধি সমান।

পণ তব চোখে আর
রাখবো না চোখ,
শুধুই আরাধনা
ও চোখ সুখী হোক।

০৩/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

রেসকোর্সের মহাকাব্য

সেদিন আমাদের রাজনীতির কবি
বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের
উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি
আশার রবি–
রেসকোর্স ময়দানে,
মঞ্চে এলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে।

মিছিলে-শ্লোগানে প্রকম্পিত চারদিক
সহস্র-লক্ষ জনতার সমাবেশ,
কবির বজ্রকণ্ঠে আঠারো মিনিটে পঠিত
এক হাজার একশত সাত শব্দের কবিতায়,
মুক্তি পাগল জনতার ভাবনায়
স্বাধীনতার উন্মেষ।

কবিতার শেষ দু'চরণ-
বাঙালির হৃদয় গহীনে ধারণ।
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

রেসকোর্সের সেই মহাকাব্যের হাত ধরে,
নয় মাস পর, রচিত হলো-
'বাংলাদেশ' নামক স্বাধীন সত্তার শিরোনাম।

০৭/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ ঢাকার রমনায় অবস্থিত তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) অনুষ্ঠিত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণকেই কবিতার শিরোনাম 'রেসকোর্সের মহাকাব্য' বলা হয়েছে। এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) বাঙালিদেরকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানান। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর ইউনেস্কো ৭ই মার্চের এই ভাষণকে 'ডকুমেন্টারি হেরিটেজ' (বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রারে (এমওডব্লিউ)' গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

তোমাকে

একটু একটু করে আপন
আমারও স্বপ্নে দিনযাপন
যদিও অলীক সব-
যত ইচ্ছে, আর কল্পনা
আমায় ঘিরে গল্প রচনা
জেনে নিও অসম্ভব।

তোমার চোখের পাতায়
খুঁজেছি প্রেম
ভাষা ছিল, না বলা কথা–
দেখেছি অবুঝ ইশারা
কভু চাইনি, ভেবে পাইনি
তোমার আবেগ যথাতথা।

আবারও চুলগুলো
হোক না এলোমেলো
আলতো পরশে গুছিয়ে দেবো কখনও,
শুধু উপরোধ এই
কাছাকাছি যেই
আমিও চাতকপাখি জেনো।

অবেলায় প্রয়োজন
নিছক খেয়াল খুশি
তোমার যত-
আমারও ভ্রান্তি বিলাস
সরল বিশ্বাসে
কিংবা প্রবচনায় অনবরত।

মনের সংকল্প
তোমাকে চাইবো না
ভালোবাসবো না অহর্নিশ-
ভুলে যদি তোমায় স্মরি কখনও
ভেবে নিও তা
মনের উনিশ-বিশ।

অভিমান নেই
নেই কোনো অনুযোগ

তোমার তরে আমার-
মনের সকাশে তুমি
ধ্রুবতারা পেয়েও করবে
চিৎকার, হাহাকার।

ফেরার ইচ্ছে নেই
ফিরে যাবো না তাই
রাখবো না কোনো দাবি-
চন্দ্রিমা রাতে, ঐ দূর আকাশে
তোমারই জন্য হবো
এক অধরা প্রতিচ্ছবি।

০৮/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

সময় প্রবাহে

এখনও কি একা তুমি
সময় কাটাও ছাদে,
আড় চোখের দৃষ্টি দিয়ে
কথা বলো আহ্লাদে ।

এখনও কি সময় তোমার
নিঃসঙ্গ সাথী,
আকাশ পানের শূন্যতা কি
তোমার স্বপ্ন সারথি?

এখনও কি পথ চেয়ে রও
আগন্তুকের খোঁজে,
চোখের পলক লুকিয়ে রাখো
মিষ্টি রাঙা লাজে।

আমার সময় কাটছে ভালো
উন্মাদনায় নিশি-দিন,
মন ভাঙার সুর বাজছে
অন্তরগহীন।

জেগে আছো হয়ে তুমি
স্বপ্নলোকের ছবি,
তোমার জীবন পদ্য লিখছে
কোথাও কোনো কবি।

১৫/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

পঙ্গপাল

একরের পর একর
ফসলের ক্ষেতে সবুজের সমারোহ,
কৃষকের প্রাণ আনন্দে উদ্বেলিত
স্বপ্ন পূরণে আশা জাগিয়েছে কেহ।

সোনালি ফসল তুলবে সে ঘরে
আশায় বুক বেঁধে দিন যায়,
হঠাৎ হৃদয় কম্পিত তার
অজানা আশঙ্কায়।

ফসলের ক্ষেত তছনছ সব
কৃষকের চোখে জল,
স্বপ্নে যে তার কুঠার আঘাত
করেছে পঙ্গপাল।

শুধু ক্ষেতে নয়, পঙ্গপাল আজ
দেশেও করছে বিরাজ
মানুষ রূপের ইবলিশ ওরা
কিছু শিক্ষিত সমাজ।

দেশটাকে ওরা ধ্বংস করছে, দিনের পর দিন
রক্তে তাদের মিশে আছে যেনো দুর্নীতি সীমাহীন।

স্বাধীন দেশে এসব দেখে, চোখ করে ছলছল
প্রতিজ্ঞা আজ হটাও সকল, পঙ্গপালের দল।

২০/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

পঙ্গপাল

পঙ্গপাল হলো Acrididae পরিবারে ছোট শিংয়ের বিশেষ প্রজাতির পতঙ্গ। জীবন চক্রে এরা দল বা ঝাঁক বেঁধে থাকে। এই পতঙ্গগুলো সাধারণত একাই থাকে কিন্তু বিশেষ অবস্থায় তারা একত্রে জড়ো হয়। সংখ্যায় কম থাকা অবস্থায় এরা কৃষির জন্য বিরাট কোনো আর্থিক ক্ষতি করে না। তবে অনাবৃষ্টির পর দ্রুত ফসলের বর্ধন হলে এদের মস্তিষ্কে থাকা serotonin তাদের মধ্যে আচরণগত পরিবর্তনের সূত্রপাত করে। ফলে তারা প্রচুর পরিমাণে ও দ্রুত জন্মদান শুরু করে। তখন তারা একত্রে থাকে এবং দ্রুত ফসলের মাঠের ক্ষতি করে। পঙ্গপালের ১০ লক্ষ পতঙ্গের একটি ঝাঁক একদিনে ৩৫ হাজার মানুষের খাবার খেয়ে ফেলতে পারে।

টকশো

স্যাটেলাইটের এই যুগে, চ্যানেল হয়েছে কত
নানা অনুষ্ঠান প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রচারিত।

হচ্ছে নাটক, সিনেমা আর জনপ্রিয় ইত্যাদি
ব্যাঘাত ঘটায় বে-রসিক ঐ বিজ্ঞাপন বিরতি।

অনেক চ্যানেল, অনেক কিছু, মান নিয়ে আছে প্রশ্ন
এসব কথা নাই বা বলা, থাকবো সবাই মৌন।

মায়ের প্রিয় সিরিয়াল আর বাবার প্রিয় সংবাদ
প্রিয় কার্টুন দেখবে বলে, ছোট্ট খুকির আহ্লাদ।

মধ্যরাতে লাইভে প্রচার কত ভাবের টকশো
রাত জেগে দেখা সার্থক, একশো তে একশো।

বিষয় শুধু ভাবায় মোরে কেমন করে পারে
দু'জনই জানে সকল বিষয় কেহই নাহি হারে।

রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতি
সব বিষয়েই দখল তাদের নেই সংকোচ-ভীতি।

হঠাৎ আবার দুই জনেরই কি যেন কি হয়
উচ্ছৃঙ্খল আর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়।

ভাবি বসে রিমোট হাতে কি দেখছি হায়!
গভীর রাতে না জেগে থেকে, ঘুম ভালো নিশ্চয়।

২১/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

করোনা ভাইরাস

উহান থেকে শুরু হয়ে, ইউরোপ ঘুরে এসে
প্রাণঘাতী করোনা এলো সোনার বাংলাদেশে।
ছোঁয়াচে এক ভাইরাস রোগ, ‘কোভিড-১৯’ নাম
কোনো ওষুধ-চিকিৎসা নাই ভয়ংকর পরিণাম।
২০২০-এর শুরুতে সবাই করছে আলাপ-গুঞ্জন
ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা বড্ড প্রয়োজন।
সেই ভাবা থেকে সবার মুখে ব্যবহার শুরু মুখোশ
ভাইরাস থেকে পরিত্রাণ পাবে নেই ভয়-সংকোচ।
সেই সুবাদে অসাধু কিছু মুখোশ বিক্রেতা
মুখোশের দাম চারগুণ হাকে বিকিয়ে সততা।
আমরাও কিন্তু কম যাইনি মুখোশ কিনতে গিয়ে
প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিনেছি চারগুণ দাম দিয়ে।
কিছু দিনেই করোনা ভীতিতে বিশ্ব হলো চিন্তিত
হাজার হাজার মানব মৃত্যু, আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ।
এরই মাঝে বাংলাদেশে সচেতনতা বাড়লো সবার
জানলো সবাই এ ভাইরাসের কারণ, লক্ষণ, প্রতিকার।
সরকার, এনজিও কিংবা ব্যক্তিগতভাবে
পোস্টার-লিফলেট বিতরণ; করোনা রুখতে হবে।
তার মাঝেও বহু প্রবাসী ফিরলো বাংলাদেশে
কোয়ারেন্টিনে থাকতে হলো সরকারি নির্দেশে।
কেউ যাচ্ছে বন্ধু আড্ডায়, কেউবা শ্বশুর বাড়ি
মরণঘাতী করোনা ভাইরাস পরোয়া না করি।
কোয়ারেন্টিন না মেনে করলো ভঙ্গ আইন
প্রশাসনও কঠোর হলো করলো অর্থ ফাইন।
করোনাতে প্রথম মৃত্যু আক্রান্ত ক্রমেই বাড়ছে
আইসোলেশন, কোয়ারেন্টিন অনেকেই না মানছে।
ঘোষণা আসলো এবার সার্বিক পরিস্থিতি ভেবে
স্কুল-কলেজ বন্ধ সব বাসায় থাকতে হবে।
কিন্তু হায় একি ব্যাপার, ঈদ ছুটি মনে করে
বেড়াচ্ছে সব দলে দলে ঘর হতে বাহিরে।
পরিস্থিতি ক্রমে ক্রমে হচ্ছে ভয়াবহ,
এবার সবার মনে জাগলো ভয় আর সন্দেহ।

সকল অফিস বন্ধ হলো নির্দেশ এলো কঠিন
কাজ করছে সকলে মিলে আসবে শীঘ্র সুদিন।
প্রশাসন, সসস্ত্র বাহিনী, শিল্পপতি, জনপ্রতিনিধি
মানব সেবায় সকলে মিলে কাজ করে নিরবধি।
সবাই তখন ব্যস্ত হলো কিনতে নানান সদাই
সবাই কি খাবে জানি না; নিজে আগে খাই।
চাল, ডাল, তেল, নুন, হ্যান্ডওয়াশ, টিস্যু
অতিরিক্ত কিনছে সবাই; ইট’স নট এ বিগ ইস্যু!
সীমিত ভাবে চলবে সকল অফিস, জরুরী সেবা
কেউ কি তা মানছে? শুনছে কোথাও কেবা?
অতিমারী, প্রাণঘাতী করোনা গিলছে বিশ্ব
সৃষ্টিকর্তা রক্ষা করো আমরা অসহায়, নিঃস্ব।

২৫/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

করোনাভাইরাস (Coronavirus)

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে এ্যাটিপিক্যাল নিউমোনিয়ার বেশ কয়েকটি সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-কে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে চীনা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে যে তারা একটি নতুন ভাইরাস সনাক্ত করেছে এবং এই ভাইরাসটি একটি নতুন ধরণের করোনাভাইরাস। এই নতুন ভাইরাসটির অস্থায়িভাবে নামকরণ করা হয়েছিল ‘2019-nCoV’। পরবর্তীতে ভাইরাসটির নতুন নামকরণ করা হয় Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 বা SARS-CoV-2। এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের নামকরণ করা হয়েছে Coronavirus Diseases (COVID-19)। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জানুয়ারি এ রোগের আউটব্রেককে Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা COVID-19 কে বৈশ্বিক মহামারী (Pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে।
মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শ্বাসনালীর সংক্রমণ ঘটায়। শ্বাসতন্ত্রের অন্যান্য অসুস্থতার মতো এই ভাইরাসের ক্ষেত্রেও সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এবং জ্বরসহ হালকা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। কিছু মানুষের জন্য এই ভাইরাসের সংক্রমণ মারাত্মক হতে পারে। এর ফলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট এবং অর্গান বিপর্যয়ের মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। এই ভাইরাস সংক্রমণের ফলে বয়স্ক ও আগে থেকে অসুস্থ ব্যক্তিদের মারাত্মকভাবে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি বেশি।
[তথ্যসূত্র: https://corona.gov.bd এবং https://www.unicef.org]

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর সকাশে দাঁড়িয়ে-
আমরা কি আজও
বুঝতে পেরেছি স্বাধীনতার মর্মার্থ?
'স্বাধীনতা' চারটি বর্ণে তৈরি
শুধুই কি একটি শব্দ? যা কিনা–
আলোচনা আর পুষ্পস্তবকেই সীমাবদ্ধ?

স্বাধীনতার পিপাসায়
সেদিন বাঙালি জেগেছিল,
এক তর্জনীর আহ্বানে, বজ্রকণ্ঠের হুংকারে-
তেজোদীপ্ত সেই কথামালার আবেগ
আমরা কি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি
করতে শিখেছি গত পঞ্চাশ বছরে?

পৃথিবী কাঁপানো মুক্তিযুদ্ধে
একটি পতাকা, একটি ভূ-খণ্ডের জন্য
বিলীন হয়েছে কত তাজা প্রাণ;
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে
মোদের অন্তঃকরণে আসীন তাঁরা
নক্ষত্রসম সকল যোদ্ধা জওয়ান।

দেশদ্রোহীরা দেশপ্রেমের কথা বলে
কিছু যোদ্ধাও হয়েছে ঘৃণ্য মোসাহেব
একি বলিহারি, কি অনন্য-
তাই গণকবরের ঐ কঙ্কালগুলো
হাহাকার করে, অভিশাপ দেয়
স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবার জন্য।

কিছু চেতনাধারী, জ্ঞানপাপী
মাত্রাতিরিক্ত জ্ঞান নিয়ে; যত্রতত্র
নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
নব প্রজন্ম; এসো প্রতিবাদ করি, করি প্রতিরোধ
এগিয়ে যাই পেছনে ফেলে সকল ভ্রান্তি
এই দীপ্ত শপথেই হোক উদযাপন
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ।

২৬/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রজাতন্ত্র

ব্রিটিশ গিয়াছে, পালিয়াছে পাকি
এ মোর স্বাধীন বাংলা,
মজুর, কুলিরা মালিক সবাই
তোমরা সকলই কামলা।

প্রজা সকলের শ্রম-ঘামে গড়া
স্বদেশের আদি-অন্ত,
তাইতো তাহারে প্রজাতন্ত্র ডাকি
কভু নহে রাজতন্ত্র।

জনতা তোমারে ক্ষমতা দিয়াছে
পাওনি গগণ থেকে,
লাঠির আঘাতে দগদগে ঘাঁ কেন
জনতারই পিঠে-বুকে।

বড়াই করিছো ক্ষমতা লইয়া
শাসাচ্ছো ঐ দুর্বলেরে,
অবনত সেই জিতিয়া গিয়াছে
তুমিই গিয়াছো হেরে।

বিচার-আচার সকলই তোলা
ঐ প্রজার জন্যি,
তোমার বিচার শূন্য কোঠায়
ধন্যি ! এ জাতি ধন্যি।

পোশাকে-আশাকে, বুলি-বচনে
যতই ভদ্র হও,
মানবতার দূত হইয়া তুমি
সহস্র সালাম লও।

২৮/০৩/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

সৃষ্টিকর্তা সকলের

অতি নগণ্যাকৃতি অদৃশ্য এক আততায়ী
সমগ্র মানব সভ্যতা আজ
উৎকণ্ঠায়, মনে নিয়ে মৃত্যুভীতি।
মানুষ কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশনে
দেশ-দেশান্তর লকডাউন
রাজপথ জনশূন্য, আতঙ্ক জনমনে।

এ কেমন পরাধীনতা? নাকি অভিশাপ?
একি প্রকৃতির বিদ্রোহ? নাকি প্রতিশোধ?

কিন্তু,
সাগরের নীলাভ ঢেউয়ে ডলফিনের ডুব সাঁতার
কিংবা, সৈকতে লাল কাঁকড়ার সমাহার।
বাতাস ভারী নয় দূষণে,
বৃক্ষ তার প্রাণের স্পন্দনে-
সবুজ সমারোহে আন্দোলিত।
শুক্ল অখিলে অপরূপ চাঁদ, কখনও
এম-৫৮ গ্যালাক্সিও দৃশ্যত।

এ ধরিত্রী, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড
শুধুতো মানুষেরই নয়,
বৃক্ষরাজি, ডলফিন কিংবা
ঐ লাল কাঁকড়ারও আশ্রয়।

যুগে যুগে মানব জাতির
ক্ষমতার দাপট, অহংকার, হিংসাতে
পরিবেশ, সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে
পারমাণবিক বোমার আঘাতে।
সৃষ্টিকর্তাও যেন সয়ে গেছে সব,
পরম নীরবে-নিভৃতে।

মনের ভাবনায় উপলব্ধি-
সৃষ্টিকর্তা শুধু মানব জাতির, এ নিছক কল্পনার
তিনি সার্বজনীন, সকল জানা-অজানার।

মানব জাতির সকল অনাচার থেকে
মুক্তির প্রত্যাশায় হয়তো,
ঐ বৃক্ষরাজি, ডলফিন বা লাল কাঁকড়ার প্রার্থনা
সৃষ্টিকর্তার নিকট আজ অতিগ্রাহ্য।
তাইতো মৃত্যু মিছিলে মানবকুল, আর-
গুপ্ত আততায়ী করোনার দুর্বহ সাম্রাজ্য।

তবুও আজ এই ‘নিসফ শাবান’-এর রজনীতে
বিনীত প্রার্থনা সৃষ্টিকর্তা নিকটে,
রক্ষা করো, মুক্ত করো মোদের
নগণ্যাকৃতি অদৃশ্য আততায়ী ‘করোনা’ থেকে।

০৯/০৪/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশ ও অঞ্চলে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর ব্যাপক বিস্তার এবং মানুষের মৃত্যু ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত বেদনাদায়ক একটি ঘটনা। মানবদেহে ভাইরাসটির সংক্রমণ রোধে এখনও উল্লেখযোগ্য কোনো ওষুধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হওয়ায় পুরো পৃথিবীর মানবজাতি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছুটা পরিবর্তন হলেও এই ভাইরাস মহামারীর কারণে জনজীবন পুরোপুরি স্থবির ও আতঙ্কগ্রস্ত। পবিত্র শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিনগত রাতে (শবে বরাত) মানব কল্যাণে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই মহামারীর কবল থেকে সকলকে হেফাজত করেন।

চাউল চোর-১

আটার রুটি, কলের পানি
রাত পোহাইলে টানাটানি
এ গল্প অনেক আগের-
হাল আমলের ইউপি চেয়ার
দশ টাকা চাউলে নিচ্ছে শেয়ার
সব যেন তার ভাগের।

চাউলের মূল্য বেজায় সস্তা
মজুদ আছে বস্তা বস্তা
ভাবনা আবার কিসের-
পুরস্কার চাউল চোর খেতাবে
বই, পেপারে দেখতে পাবে
এ গল্প দু'হাজার বিশের।

চোরগুলো সব পড়লো ধরা
তবু মেজাজ দেখায় কড়া
কী যে মগের মুল্লুক-
বরখাস্তও পদটি থেকে
চুন-কালি দে মেখে মুখে
যেন দেখায় উল্লুক।

১১/০৪/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

২০২০-এর মার্চ মাস থেকে দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)-এর বিস্তার শুরু হয়। তখন থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারি খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র মানুষের প্রাপ্য ১০ টাকা কেজি চাল বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে বিতরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু, কিছু এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং স্থানীয় নেতা সেই সরকারি বরাদ্দের চাউল আত্মসাৎ করে যা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বস্তায় বস্তায় তাদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে, সেই সকল চাউল চোরদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা এবং জরিমানা করা হয়।

চাউল চোর-২

চাউল চোর, গম চোর
মজুতকারীর দল,
গরিবের হক ছিনিয়ে
গড়ছিস রাজমহল।

তুই আবার বড় নেতা
জনপ্রতিনিধিও,
জনতার সেবক সেজে
করছিস সব হেয়।

দিন-মজুরের শ্রমে-ঘামে গড়া
তোর রাজার আসন,
সাবধান! তুই চাউল চোর
খামোশ; বুলি-বচন।

জনতা আজ ক্ষেপেছে
বাঁধভাঙ্গা ক্ষোভে,
চাউল চোরদের জনসমক্ষে
আজকে বিচার হবে।

১৫/০৪/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

শিশুর আগমনে

আনুমানিক বিকাল চারে
তোমার আগমনে,
আজকে সবাই আনন্দিত
দোয়া জনে জনে।

তোমায় দেখতে যাবো আমি
এইতো ক'দিন বাদ,
কোলে নিয়ে করবো আদর
আমার স্বপ্ন সাধ।

দোয়া করি সুস্থ থাকো
থাকো হাসিখুশি,
মা-বাবার সোহাগী তুমি
হৃদয়ের প্রিয় শশী।

১৮/০৪/২০২০ খ্রি. (শনিবার), রাত ১০.০০ ঘটিকা
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

আজ ১৮/০৪/২০২০ খ্রি. (৫ বৈশাখ ১৪২৭, ২৩ শাবান ১৪৪১) শনিবার বিকাল চারটায় আমার ছোট বোনের কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার আগমনের স্মরণে কবিতাটি লেখা হয়েছে।

জেআরসি স্মরণে

এক মানব নক্ষত্রের প্রয়াণে
সমগ্র বাংলাদেশ আজ শোকাহত,
শিক্ষিত জনসমাজ ক্রন্দনরত
গভীর শ্রদ্ধায়-স্মরণে অবিরত।

বারি বর্ষণের রাতে
জানা ছিলো না কী অভিমান;
সকলকে শূন্যতায় রেখে; যেন
নিঃশব্দেই আপনার প্রস্থান।

আপনার রেখে যাওয়া শূন্যস্থান
বহুকাল রয়ে যাবে অপূরণীয়
কিন্তু নব প্রজন্মের কাছে, আপনি
অনুকরণীয়, অনুসরণীয়।

নির্লোভ, জ্ঞানী, সজ্জন, সদালাপী
স্পষ্টভাষী, অনুপ্রেরণার গুরু
সহস্র বিশেষণে, বহু প্রতিভায় ভাস্বর; আপনি
পথ প্রদর্শক, দয়িত শিক্ষাগুরু।

শ্রদ্ধেয় কর্মবীর; জেআরসি
আপনার প্রতি ভালোবাসা নিরন্তর,
সকলের স্মৃতিতে অম্লান; আপনি
ওপারে ভালো থাকবেন, প্রিয় মান্যবর।

২৯/০৪/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী জামিলুর রেজা চৌধুরী। সংক্ষিপ্ত আকারে 'জেআরসি' নামেও সুপরিচিত। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর তিনি সিলেট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে এমএসসি এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বুয়েটের পুরকৌশল বিভাগে শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন।

বাংলাদেশের প্রথম মেগা প্রকল্প বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণে পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের

চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। স্বপ্নের পদ্মাসেতু প্রকল্পের আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্যানেলেরও নেতৃত্বে ছিলেন

তিনি। এছাড়াও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেলসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পেও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক জেআরসি।

অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী একুশে পদকপ্রাপ্ত (২০১৭) জাতীয় অধ্যাপক (১৯ জুন, ২০১৮)। তিনি সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা (এপ্রিল-জুন, ১৯৯৬), আইইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট (১৯৯২-৯৩), বুয়েট এলামনাই এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের সভাপতি (২০০৩-২০২০), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য (২০০১-২০১০), ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের উপাচার্য (২০১২-২০২০)-সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কাজের দায়িত্ব পালন করেন।

দেশ বরেণ্য এই প্রকৌশল গবেষক ও শিক্ষাবিদ ২৮/০৪/২০২০ খ্রি. ৭৭ বছর বয়সে ঢাকার ধানমণ্ডিতে তার নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন।

মে দিবস

পহেলা মে, 'মে দিবস'; সারা পৃথিবীতে আজ
মর্যাদা ও অধিকার আদায়ে লড়ে শ্রমিক সমাজ।
কৃষক, শ্রমিক, মুচি, মেথর, মজদুর আর কুলি
খেঁটে খাওয়া তারা পরিশ্রমী, শ্রমজীবী সকলই।
দিবস পালনে সভা-সমাবেশ, মিছিলের রাজপথ
অধিকার চাই, অধিকার দাও; দীপ্ত কণ্ঠে শপথ।
সারা দুনিয়ায় তবুও তারা আজ অধিকার বঞ্চিত
বুক ফাটা এক চাপা কান্না হৃদয় গভীরে সঞ্চিত।
অথচ-
অগণিতবার উল্লেখ আছে শান্তির ইসলাম ধর্মে
শ্রমিকের অধিকার, স্বীয় মর্যাদা নিহিত তার কর্মে।
মালিক-শ্রমিক একত্র আহারে, মালিক দম্ভমুক্ত
আহারে-পোশাকে অভিন্ন, তারা ভাতৃ সম্পর্কে যুক্ত।
অপরাধ যদি করে কখনও, ঐ শ্রমিকের হাত
প্রহার না করে, ক্ষমা করো তারে ধর্মেতে ইরশাদ।
শ্রমিকের সাথে কাজ করো তুমি যদি হয় সম্ভব
সামর্থ্যের অধিক কাজ দিও না, যা কি না অসম্ভব।
আরোপিত কাজ কম করে দিলে, হয় তা সৎ আমল
শরীরের ঘাম শুকানোর আগেই প্রাপ্য দাও সকল।
তবেই প্রতিষ্ঠা হবে শ্রমিকের মর্যাদা, অধিকার
কর্মদীপ্তে উজ্জীবিত শ্রমিক সমাজের হাতিয়ার।
তাই-
শুধু আজকের মে দিবসে নয়,
শ্রমিকের অধিকার আদায় হোক সব সময়।

০১/০৫/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' যা সচরাচর 'মে দিবস' নামে অভিহিত। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটের ম্যাসাকার শহিদদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে 'মে দিবস' পালিত হয়। সেদিন দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিল। তাদেরকে ঘিরে থাকা পুলিশের প্রতি এক অজ্ঞাতনামার বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। ফলে প্রায় ১০-১২ জন শ্রমিক ও পুলিশ নিহত হয়।

প্রতি বছর পহেলা মে তারিখে বিশ্বব্যাপী 'মে দিবস' উদযাপিত হয়। এটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের উদযাপন দিবস। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমজীবী মানুষ এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ

রাজপথে সংগঠিতভাবে মিছিল ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি পালন করে থাকে। বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে পহেলা মে জাতীয় ছুটির দিন। আরো অনেক দেশে এটি বেসরকারিভাবে পালিত হয়।

বাংলাদেশে মে দিবসে সরকারি ছুটি। দিনটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী বাণী দিয়ে থাকেন। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন দিনটি পালন করতে শোভাযাত্রা, শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা কর্মসূচি নিয়ে থাকে। মে দিবসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন পৃথক কর্মসূচি পালন করে ।

[তথ্যসূত্রঃ উইকিপিডিয়া]

মন ডায়েরি

মন ডায়েরির পাতায় পাতায়
অতীত স্মৃতির রোমন্থন,
বেদনা সিক্ত আবেগে
কখনও অচৈতন্য মনের শিহরণ।

কোথায় কবে লিখেছিলাম
অগোছালো মনের কথা,
বিক্ষিপ্ত হৃদয় মাঝে
আপন পাবার ব্যাকুলতা।

পাতাগুলোর জীর্ণদশা
লেখাগুলো অস্পষ্ট,
স্মৃতিগুলোও অন্ধকারে
আমি স্মৃতিভ্রষ্ট ।

ক্লান্ত আমি, রিক্ত আমি
পড়ন্ত এ জীবন সায়াহ্নে,
শুভ কামনা সকল জনে
লিখছি-
মন ডায়েরির সমাপ্ত চরণে।

১০/০৫/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

মাহে রমজান

রমজান মাস অধিক বরকতপূর্ণ ও মর্যাদাশীল,
এ মাসেই হয় পবিত্র গ্রন্থ 'কোরআন শরীফ' নাযিল।
এ মাসেই আছে মহিমান্বিত শব-ই-কদরের রাত,
আল্লাহ্'র কৃপায় রহমত, মাগফেরাত, নাজাত।
ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ সিয়াম সাধনার মাস,
প্রার্থনা, আত্মশুদ্ধি, আর ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ।
এ মাসের ফযিলত অসীম, পবিত্র হাদিসে বর্ণিত,
জাহান্নামের সকল দ্বার নিরুদ্ধ, জান্নাত উন্মুক্ত।
রাতের গভীরতা গড়িয়ে নিশুতি যখন,
আল্লাহ্র আহ্বানে সেহরিতে জাগে মুমিনগণ।
সারাদিনের রোজা শেষে একসাথে ইফতার,
তাকওয়া অর্জনে নিবেদিত প্রাণ; অনন্ত অপার।
তারাবীহ সালাত, দোয়া, ইবাদতে বান্দা মশগুল,
গোনাহ মার্জনায় আর্জি; খোদা প্রার্থনা করো কবুল।
রমজানের রোজা শেষে আসে খুশির ঈদ,
আনন্দ উদযাপনে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সুহৃদ।
প্রতি বছর প্রতীক্ষায় থাকে সমগ্র মুসলিম জাহান,
সওগাত নিয়ে আসবে কবে পবিত্র মাহে রমজান।

১৩/০৫/২০২০ খ্রি. (১৯ রমজান, ১৪৪১)
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

রমজান হলো ইসলামী বর্ষপঞ্জিকা অনুসারে নবম মাস, যে মাসে বিশ্বব্যাপী মুসলিমগণ রোজা পালন করে থাকেন। রমজান মাসে রোজাপালন ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয়তম। রমজান মাস চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে ঊনত্রিশ অথবা ত্রিশ দিনে হয়ে থাকে যা নির্ভরযোগ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ।
সূরা আল-বাকারা'র ১৮৫তম আয়াতে বলা হয়েছে,
'রমজান মাসই হলো সে মাস, যে মাসে কোরআন নাজিল হয়েছিল; মানবজাতির জন্য কোরআন একটি হেদায়েত এবং হেদায়েতের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং মানদণ্ড (সঠিক ও ভুলের)। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ বেঁচে থাকে তবে এই মাসে রোজা রাখ এবং আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চান; তিনি তোমাদের জন্য কষ্ট না চান; আর এটাই যে, তোমার সময়কাল পূর্ণ হবে এবং তোমার হেদায়েতের জন্য আল্লাহকে মহিমান্বিত করতে হবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার'।
রমজান মাসে মুসলিমগণ অধিক ইবাদত করে থাকেন। কারণ, অন্য মাসের তুলনায় এ মাসে ইবাদতের সওয়াব বহুগুণে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এ মাসের 'লাইলাতুল কদর' নামক রাতে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছিল, যে রাতকে আল্লাহ তা'আলা কোরআনে হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম বলেছেন। এ রাতে ইবাদত করলে হাজার মাসের ইবাদতের থেকেও অধিক সওয়াব পাওয়া যায়। রমজান মাসের শেষদিকে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা গেলে শাওয়াল মাসের ১ তারিখে মুসলমানগণ ঈদুল-ফিতর পালন করে থাকে যেটি মুসলমানদের দুটি প্রধান ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে একটি।

[তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া]

আনিসুজ্জামান স্মরণে

আজ এক শিক্ষকের প্রয়াণ হলো
বাংলাদেশ আলোর দিশারী হারালো।
তিনি ছিলেন বাংলা আর বাঙালির-
এ দুইয়ের সেতু বন্ধনে অগ্রগামী বীর।

বাহান্নতে সেই কিশোর বয়সে
বাংলার প্রতি এ কেমন আবেগ যেন-
সে আবেগেই মনের তুলিতে লিখলেন
'রাষ্ট্রভাষা কী ও কেন?'

ভাষার দাবি দিয়ে যে সংগ্রামের শুরু
শেষ; স্বাধীন দেশের গোড়াপত্তনে,
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি রক্ষায়
তাঁর সরব উপস্থিতি ছিল সবখানে।

আলোর বাতিঘরে, আজ অন্ধকার
বড় অসময়ে তাঁর প্রস্থান,
কিন্তু; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বিচরণ যাঁর
'কালের সহিস তিনি আনিসুজ্জামান'।

১৫/০৫/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

ড. আনিসুজ্জামান বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, লেখক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইমেরিটাস অধ্যাপক ও জাতীয় অধ্যাপক (২০১৮)। তিনি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার পার্ক সার্কাস হাই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণি থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার পর বাংলাদেশে চলে আসেন এবং খুলনা জেলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পরবর্তীতে পরিবারের সাথে ঢাকায় চলে আসেন এবং প্রিয়নাথ হাই স্কুলে (বর্তমান নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) ভর্তি হন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে এ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে তিনি বাংলা একাডেমির গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। একই বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইংরেজ আমলের বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারায় ১৭৫৭-১৯১৮' বিষয়ে পিএইচডি শুরু করেন। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের গবেষণা বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস: ইয়ং বেঙ্গল ও সমকাল বিষয়ে পোস্ট ডক্টরাল ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ভাষা আন্দোলন (১৯৫২), উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে তার গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গবেষণা গ্রন্থ, বিদেশি সাহিত্য অনুবাদ, একক ও যৌথ সম্পাদনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অর্ধশতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি অনেক পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন। তন্মধ্যে নীলকান্ত সরকার স্বর্ণপদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫৬), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫), প্রবন্ধ-গবেষণায় অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি থেকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭০), শিক্ষায় অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার একুশে পদক (১৯৮৫), আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার (১৯৯৪), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি (২০০৫), শিক্ষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ভারত সরকার প্রদত্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার পদ্মভূষণ পদক (২০১৪), সাহিত্যে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার স্বাধীনতা পুরস্কার (২০১৫), বিপুলা পৃথিবী বইয়ের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার (২০১৭), বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক (২০১৮), সার্ক কালচারাল সেন্টার থেকে সার্ক সাহিত্য পুরস্কার (২০১৯), শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্য অবদানের জন্য খান বাহাদুর আহছানউল্লা স্বর্ণপদক (২০১৯) উল্লেখযোগ্য।

দেশবরেণ্য এই শিক্ষাবিদ ১৪/০৫/২০২০খ্রি. বিকাল ৪.৫৫ ঘটিকায় ৮৩ বছর বয়সে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া]

মনে রেখো না

এ যাত্রায় মৃত্যুকূপ থেকে যদি আসি ফিরে,
কথা দিচ্ছি, আর থাকবো না নিঃস্পৃহ ভবঘুরে।
মনের অগোছালো চিন্তাগুলো দিয়ে জলাঞ্জলি,
শুধুই মানুষ বেশে উপভোগ করবো সকলই।
তবু যদি মোরে আঁকড়িয়ে ধরে মিথ্যে ভ্রান্তি,
শত ক্লেশ জয় করে খুঁজে নেব মনের প্রশান্তি।
এরপরও যদি কভু অনিচ্ছায় চলে যেতে হয়,
রেখো না অন্তরে নির্বেদ; রাখবে না নিশ্চয়?

২০/০৫/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

করোনা কালের ঈদ

বৈশ্বিক মহামারী করোনার কালে
সকলেরই অবস্থান আজ গৃহ অন্তরালে।
ঈদ করবো ঘরে বসে আমাদেরও ইচ্ছা
সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা।
এ সময় থাকবে না চলে যাবে একদিন
সেদিন আনন্দে-উল্লাসে, ঈদ হবে রঙিন।
নিশ্চয় মোদের দেখা হবে করোনার শেষে
আমাদের মিলন হবে বিজয়ীর বেশে।

২৪/০৫/২০২০ খ্রি. (পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগের দিন)
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

ঘরবন্দি

কাটছে অলস বেলা
শুয়ে, বসে, খেয়ে
রক্তবর্ণ গিন্নির চোখ
যাচ্ছে যে সব সয়ে।

কাজকর্ম শিকেয় তোলা
আছি খুব বিশ্রামে,
গিন্নি আমায় মনে মনে
ডাকে নিষ্কর্মা নামে।

ক্রমেই গিন্নি হারাচ্ছে
সহ্য ক্ষমতা তার,
মনের মাঝে যেন ক্রোধের
বাঁধভাঙা জোয়ার।

আজ সকালে বলেই দিলো
ঘরের কাজ করবে চলো,
এমন ভাবে শুয়ে, বসে
দিন কি কারো যায়; বলো?

আর কথা না বাড়িয়ে
কাজ করছি যেয়ে,
গিন্নি আমার বেজায় খুশি
ফ্রি সার্ভিস পেয়ে।

এসব থেকে মুক্তি কবে
আঁটছি শুধু ফন্দি,
অগত্যা! এই করোনাকালে
আমি যে ঘরবন্দি।

১১/০৬/২০২০ খ্রি.,
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

বাবা

যেদিন হয়েছিল এই ধরাধামে আমার আগমন
জানি না সেদিন আমার বাবার অনুভূতি ছিল কেমন।
হাতে হাত রেখে, পায়ে পা মিলিয়ে নিশ্চিন্তে পথচলা
অনেক প্রশ্নের, অনেক উত্তর বাবা থেকেই শুরু বলা।
শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত আদর, সোহাগ, নিবন্ধ
বাবার পরশ ভুলিয়েছে সব ক্ষিপ্রতা আর সনির্বন্ধ।
সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে বাবা ঘরে ফিরে যান
উৎসুক দৃষ্টি তার খুঁজে খুঁজে ফেরে প্রিয়জন সন্তান।
ইব্রাহিম (আ.), আল্লাহর হুকুমে করে প্রিয় ধন কুরবানি
ছেলে ইসমাইল, সেই প্রিয় ধন, আমরা সকলে জানি।
মুঘল সম্রাট বাবরের স্বার্থহীন এক ভালোবাসার নজির
সন্তান হুমায়ুন তরে জীবন ত্যাগেও দ্বিধাহীন এই বীর।
পরিবারে বাবা বটগাছ সম, নিবেদিত সবার তরে
আমার বাবা সদা উপস্থিত, আমার গহীন অন্তরে।
প্রিয় শিশু থাকে মাতৃগর্ভে দশ মাস দশ দিন
আরও সতত সেই শিশু থাকে পিতার চিন্তাধীন।
আমিও এখন হয়েছি বাবা, অন্তর দিয়ে জেনেছি
সন্তান পৃথিবীতে অমূল্য ধন; বলো তাই নয় কি?
প্রার্থনা মোর খোদার আরশে, করি অবিরত ক্রন্দন
অটুট থাকুক পৃথিবীর সব বাবা-সন্তান বন্ধন।

২১/০৬/২০২০ খ্রি. (রবিবার)
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

পৃথিবীর সব বাবাদের প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের ইচ্ছা থেকেই মূলত বাবা দিবস পালনের রেওয়াজ শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জুন মাসের তৃতীয় রবিবার পিতৃদিবস (বাবা দিবস) হিসেবে পালিত হয়। তবে শুধু এই একটি দিনকে কেন্দ্র করে নয়, পরিবারের মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং যত্নবান হওয়া উচিৎ প্রতিদিনই। আজকে বাবা দিবসে আমার বাবাকে উৎসর্গ করে কবিতাটি লেখা হয়েছে।

নবাবের ঘাতকেরা

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব আলী বর্দী খান
মৃত্যুর পর প্রিয় নাতি তার, 'সিরাজ' নবাব হন।
তেইশ বছর বয়সে সিরাজ মসনদে আসীন
ইংরেজরা ভাবে এ নবাব; নিতান্তই অর্বাচীন।

কাশিম বাজার কুঠির ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস ঘাতকতায়
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঠাঁই পায় বাংলায়।
মীর জাফর, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, নন্দকুমার, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ
ইয়ার লুৎফ খান, ঘসেটি বেগম বিশ্বাস ঘাতক সব।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন পলাশী আম্রকাননে
মোহনলাল, মীর মদন, সানফ্রে লড়ে যায় প্রাণপণে।
পলাশীর সেই যুদ্ধে হলো সিরাজের পরাজয়
ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন সূচনা হয়।

মীরজাফর সিংহাসনে; এ যে বাংলার ক্লেশ—
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সমগ্র ভারত উপমহাদেশ।
বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের নাম মাত্রে নবাবী
নবাব? সে তো রবার্ট ক্লাইভ, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী।

যাইহোক সব, এবার বলবো ইতিহাসের প্রতিদান
কেমনে সকল ঘাতক দলের হয়েছে জীবনাবসান।

মীরজাফর-
সারা দেহে ঘাঁ, ফোড়া, পুঁজ নিয়ে
পরিবার থেকে নির্বাসিত লোকালয়হীন বনে।
মহারাজা নন্দকুমারের বৃথা চেষ্টা খানি,
পান করালেন পূজার দেবির পা ধোয়া জল-পানি।
কুষ্ঠ রোগেই মৃত্যু তার গহীন জঙ্গলে,
ইতিহাস আজও ঘৃণাভরে তাকে বিশ্বাস ঘাতক বলে।

মহারাজা নন্দকুমার-
মীরজাফরের নবাবী আমলে
দেওয়ান ছিলেন সারা বাংলার নানা অঞ্চলে।
তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সীমাহীন দুর্নীতি,
অপকর্ম করেও তার মনে ছিল না ভীতি।
তিনি ছিলেন ব্রিটিশ আমলের প্রথম ভারতী,
ফাঁসির কাষ্ঠে জীবনের হয় শেষ পরিণতি।

জগৎশেঠ-
মূলত একটি সম্মান সূচক উপাধি
'মহাতপ চাঁদ' ছিলেন সেই ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি।
ইংরেজদের পক্ষ হয়ে সদা সাফাই গান,
সিরাজের এক কষা চড় আর চরম অপমান।
যুদ্ধ শেষে জগৎশেঠের একি মৃত্যু হায়!
দুর্গের চূড়া থেকে নিক্ষেপ গঙ্গায়।

রবার্টক্লাইভের পাতা ফাঁদে নিঃস্ব উমি চাঁদ,
মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে জীবন বরবাদ।
পাগলের মতো ছুটোছুটি শুধু পথে আর প্রান্তরে,
জীবনও তার অবসান হয় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে।

যুদ্ধের পর রায় দুর্লভ বন্দী কারাগারে,
ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যু সেথায় গভীর অন্ধকারে।

বিশ্বাসঘাতক রাজবল্লভেরও একি পরিণতি হায়!
আকস্মিক মৃত্যু ডুবে জল ভরা পদ্মায়।

ইয়ারলুৎফ খান যুদ্ধের পর হঠাৎ নিরুদ্দেশ
যুদ্ধের পর গুপ্ত হত্যায় তার জীবন নিঃশেষ।

প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নেশায় মত্ত ছিলেন চরম,
নবাব সিরাজের আপন খালা নাম ঘসেটি বেগম।
সিরাজ পতনের ষড়যন্ত্রে প্রিয় ছিলেন সবার,
কেউ তাকে সুযোগ দেয়নি সিরাজ পতনের পর।
যুদ্ধ শেষে বন্দী ছিলেন ঢাকার জিঞ্জিরা প্রাসাদে,
মিরনের নির্দেশে হত্যা নদীতে নৌকা ডুবিয়ে।

মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাদিক আলি খান বাহাদুর,
পরিচিত 'মিরন' নামে; ছিল ষড়যন্ত্রকারী, দুশ্চরিত্র, নিষ্ঠুর।
মীরজাফরের নির্দেশে মুহম্মদিবেগকে দিয়ে,
হত্যা করেন নৃশংসভাবে নবাব সিরাজকে।
মিরনের সখ্য ছিল বিশ্বাস ঘাতক
সব রাজা-অমাত্যদের সাথে,

গুপ্ত হত্যার শিকার ইংরেজদেরই হাতে
কিন্তু প্রচার, মৃত্যু তার কঠিন বজ্রাঘাতে।
যুদ্ধের পর নবাব সিরাজ প্রাণ রক্ষার তরে,
পরিবার নিয়ে পালিয়ে যান মুর্শিদাবাদ ছেড়ে।
ধরিয়ে দেয় ফকির তানিশা নবাবকে চিনে ফেলে,
সেই ফকিরের মৃত্যু হয় বিষাক্ত সর্প ছোবলে।

মীর জাফরের জামাতা নাম ছিল মীর কাশিম,
নবাবকে গ্রেফতার শেষে করে কারা অন্তরীণ।
মীর জাফরকে হটিয়ে পূরণ বাংলার নবাব হবার সাধ,
বক্সার সমরে পরাজিত হয়ে ছাড়লো মুর্শিদাবাদ।
গোপনে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো দিল্লি শহরে
দিল্লির রাস্তায় মৃত দেহ তার ছিলো বেওয়ারিশ পড়ে।

দুই রাকাত সালাত আদায়ের অনুরোধ উপেক্ষা করে,
মুহম্মদি বেগ হত্যা করে নবাব সিরাজকে।
উন্মাদ হয়ে মুহম্মদিবেগ ছোটে রাস্তায় রাস্তায়,
বিনা কারণে কূপে ঝাপ দিয়ে মরণ আত্মহত্যায়।

ইতিহাস বড় নির্মম জেনো যুগে যুগে মহাকালে,
প্রতিশোধ সে নিয়ে নেয় ঠিকই ছলে-বলে, কৌশলে।

২৩/০৬/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

যুহানার জন্মদিন

আমার খুকি যুহানার
আজকে জন্মদিন,
সারাদিন সে বেজায় খুশি
আনন্দ সীমাহীন।

নতুন জামা গায়ে তার
মন হয়েছে রঙিন,
আনন্দে তাই নাচছে সে
ধিন্ তা ধিন্ ধিন্।

ঠিক দু'বছর আগে
এক সুন্দর সকালে,
ধরণীকে করে আলোকিত
এলো বাবা-মা'র কোলে।

সময় প্রবাহে ভবিষ্যতে
জ্ঞানী-গুণী যুহানা,
মানব সেবায় নিবেদিত প্রাণ
হবে মোর কন্যা।

জন্মদিনে প্রার্থনা রব-এ
মম মন-প্রাণ খুলে,
মানুষের মতো মানুষ হবে
সুনাম করবে সকলে।

২৬/০৬/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

কবির একমাত্র কন্যা সন্তান তাকিঈয়া মাহমুদ যুহানার দ্বিতীয় জন্মবার্ষিকীতে দোয়া ও শুভেচ্ছা স্বরূপ কবিতাটি লেখা।

সর্বত মৃত্যু

সর্বত মৃত্যু, এ প্রমিত সত্য
অর্দন বা অত্যয়,
অজানা নেপথ্য।

মৃত্যুযাত্রা, কল্পনা সর্বদাই
এ রন্ধ্রের যাত্রী,
আমরা সবাই।

মৃত্যু সুন্দর, মৃত্যু শাশ্বত
সময় পরিশেষ,
সূচনায় নিত্য।

বিদায়ের দিনক্ষণ, বিদায় দেবো না
অবাস্তব কল্পনায়,
মনের সান্ত্বনা।

০৭/০৭/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

স্বপ্নবাজ

স্বপ্নবাজ আমি!
স্বপ্ন দেখতে নেই বারণ,
স্বপ্নেই আমি করি আমার
আপন সত্তাকে ধারণ।

আমার অবিরাম পদচারণা
স্বীয় স্বপ্নের কক্ষপথে,
সেখানে অন্যের আনাগোনা
অসম্ভব বিনা অনুমতিতে।

আমার স্বপ্নের ভাগ
কাউকে দেবো না আজ,
আপন স্বপ্ন বুননে; আমি এক–
স্বার্থপর স্বপ্নবাজ।

০৯/০৭/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

ইন্টেলেক্টচোয়াল

এক গাদা ইন্টেলেক্ট
মগজে দিয়ে বিধাতা
সৃজন করলো মানুষ, যে-
সকল সৃষ্টির সেরা।

সেই ইন্টেলেক্ট কালক্রমে
মগজ বেঁয়ে বেঁয়ে
চলে আসলো সুকৌশলে
মানব চোয়ালে।

তারপর আর কি!
সারা বাংলায় মানবজাতির
কি যে হলো খেয়াল,
সব বুদ্ধি চোয়ালে নিয়ে
হলো সে ইন্টেলেক্টচোয়াল।

১৫/০৭/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

মন ভাবনা

মনে মনে ভাবি
মন দেবো কাকে-
হয়ে যাক বাজি;
মনের বিলাস
একা বসবাস
মন নয় রাজি।

ভাগ্যের রোষানলে
নিয়তির খেলা–
মনের রঙ যত;
আপন ভরসায়
মনের বাজি হোক
মনের মতো।

২১/০৭/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

এ লাশ আমি চিনি না

এ এক সত্য ঘটনা
মুক্তিযুদ্ধ সময়ের কথা–
কবিতায় উপস্থাপন, এক শহিদের বীরত্বগাঁথা।

কলেজ পড়ুয়া টগবগে যুবক- 'টগর'
মাকে জড়িয়ে ধরে বলে,
স্বদেশ আমার স্বাধীন হবে না, মা
বুকের তাজা রক্ত না দিলে।

দেশ-মাতৃকাকে মুক্ত করতে
অস্ত্র হাতে-'টগর'
পাকসেনাদের মসনদ কাঁপে
প্রাণ ভয়ে থরথর।

রণ কৌশলে ছিল দক্ষতা, আর
বহুমুখী প্রতিভায় নির্ভীক,
প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর- 'টগর'
এক সংগ্রামী সাহসী সৈনিক।

গেরিলা কমান্ডারের নির্দেশে
'টগর-এর হাতে ভারী এলএমজি
সহযোদ্ধারা সম্মুখ পানে
হাতে এসএলআর এবং থ্রি-নট-থ্রি।

সম্মুখ যুদ্ধে, অবিরাম গোলাগুলিতে
প্রকম্পিত চারদিক,
টগরের কাছে; মাতৃভূমির স্বাধীনতা
জীবনের মূল্য থেকেও অধিক।

হঠাৎ শত্রুসেনার এক ঘাতক বুলেটে,
মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে টগর পড়ে ঢলে
মৃত্যুর হিম শীতল কোলে।

টগরের লাশের সাথেও চলে
পাকবাহিনীর নির্মম পৈশাচিকতা,
পা-বাঁধা লাশ উল্টো ঝুলিয়ে
তাদের বর্বর আনন্দ, রসিকতা ।
চারদিন সেই ঝুলে থাকা লাশ
ইতিহাসের সাক্ষী,

গলিত লাশের পচন গন্ধে
স্বাধীনতার ঘ্রাণ পাও কি?

পাকসেনারা লাশ সনাক্ত করতে
টগর-এর বাবাকে ধরে আনে
পাথর হৃদয়, অশ্রুহীন চোখে
বাবা কি ভেবেছিলো? কে জানে?

ছোট ছোট আরও ছয়টি সন্তান
মনে আশঙ্কা অজানা
ছেলের নিথর দেহ পানে চেয়ে,
কষ্ট বুকে চেপে বাবা বলেছিল-
'এ লাশ আমি চিনি না'।

১৩/০৮/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা 'টগর'। সম্পূর্ণ নাম খন্দকার জামশেদ নূরী টগর। খুলনা ল'কলেজের ছাত্র থাকা অবস্থায় মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট তৎকালীন কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত সুকচাবাজিতপুর গ্রামের জি.কে. ক্যানেলের কাছে একটা পরিত্যাক্ত ইট ভাটায় পাকবাহিনীর সাথে এক সম্মুখ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনটি দলে বিভক্ত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় দলকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার শুরু করেন টগর। দু'পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হয়। এক পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের লাইট মেশিনগানের গ্যাস রেগুলেটর জাম হয়ে যাওয়ায় ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। পাক সেনারা বিষয়টি বুঝতে পারে। অবস্থা বেগতিক দেখে কমান্ডার সবাইকে পালানোর নির্দেশ দেয়। কিন্তু টগর রাজি না হয়ে একাই লড়ে যান। এ সময় হঠাৎ শত্রুপক্ষের একটা বুলেট টগরের মাথায় আঘাত করে এবং তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তীতে পাকিস্তানি বাহিনী রশি দিয়ে শক্ত করে শহিদ টগরের পা বেঁধে স্থানীয় কৃষক ইয়ার আলীকে দিয়ে টানতে টানতে লাশটি নিয়ে যায় আলমডাঙ্গা শহরের চারতলা মোড়ের ভবনে সর্বসাধারণের প্রদর্শনের জন্য। বাঁশ দিয়ে লাশটি চারদিন পর্যন্ত উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখে। পরে লাশ থেকে গন্ধ বের হলে টগরের পিতা নূর উদ্দিনকে বাড়ি থেকে জোর পূর্বক ধরে আনা হয় লাশ সনাক্ত করার জন্য। কিন্তু প্রিয় সন্তানের নিথর দেহটি দেখেও সেদিন তিনি তার পরিবার ও ছোট ছোট ছয়টি ছেলেমেয়ের কথা চিন্তা করে বুকে কষ্ট চেপে বলেছিলেন, 'এ লাশ আমি চিনিনা'।

[তথ্যসূত্র: শহিদ টগরের ছোট বোনেরা এবং অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সী সংকলিত বই মুক্তিযুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা: সপ্তম পর্ব]

চোর-সন্ন্যাসী

সারারাত ধরিয়া কর্ম করিয়া
সন্ন্যাসী আর চোর,
স্নান করিতে নদী তীরে তাহারা
রাত শেষে যবে ভোর।

দন্তধাবন করিছে দুজনে
একে অপরের পানে চাহিয়া,
অতঃপর জলে পাশাপাশি যেই
চিন্তা মগ্ন কি যেন ভাবিয়া।

ডুব দিয়া জলে সন্ন্যাসী ভাবে
হায়! হায়! মরি মরি,
আমার চাইতে ধ্যানে সে পটু
আমি আজ বলিহারি।

চোর ব্যাটাও জলে দিয়া ডুব
অবিরত যায় ভেবে,
আমি জাত চোর, আমার চাইতে
আরত্ত চুরি কিভাবে?

চোর-সন্ন্যাসীর গল্প কাহিনি
আদি হইতে প্রচলিত,
আজও সমাজে এ গল্প সত্যি
অনুধ্যায়ে কবি বিচলিত।

১৯/০৮/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

পারিনি

পারিনি বলতে মনের কথা
পারিনি কভু জানাতে,
ভালোবাসার সেই প্রবল উচ্ছ্বাস
মম চিত্ত প্রান্তে।

মৃদু বর্ষায়, তোমায় দেখেছি প্রথম
মনের অনুভূতি ছিল অন্যরকম,
কিছুটা অগোছালো, ভয়ে ভীত
এলোমেলো কথায়, মন শঙ্কিত।

চেষ্টায় হয়তো ছিল ভুল
কিংবা অনভিজ্ঞতা,
তোমাকে বোঝানোর প্রয়াসে
আমার করুণ ব্যর্থতা।

আক্ষেপ নেই; আজ–
দূরে আমি সময়ের প্রয়োজনে,
স্মরণে তুমি; যদিও অস্মাদীয় অবস্থান
যোজন যোজন ব্যবধানে।

২৬/০৮/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

Soul and Car

Life is the highway
Soul is the car,
Eyes are the headlights
Mind is the driver.

Length of the highway is
Less than hundred kilometer-
Owner of the car on earth is you; forever

Wish to buy more cars, with high pays
It is impossible-
Everybody says.

Workshops are unavailable for that car
Once it stopped!
Never be repair.

Drive your car on the highway, very carefully
Just to finish the race; smoothly.

God has created this super automobile
Various in design and looking style.

Humans are known as the super automobile
Whatever it does; but-
One is keeping record in hidden file.

১১/০৯/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

Balanced Diet

We eat food to live
No one can live without it.

Food can be divided into different classes
According to what substances, it contains.

Major categories of foods are-
Carbohydrate, Protein, Fat, Vitamins
Mineral-salts and Water.

Proper amount of taking foods called balanced diet
Experts always suggest-
Take it as right.

১৩/০৯/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

প্রিয় ভুলগুলো

আমার ভুলগুলো শুধরে নেবো
কিন্তু, তোমারগুলো?
আমার ভুলগুলো সরল, মসৃণ
তোমারগুলো খুব ঝাঁঝালো।

আমার ভুলের মার্জনা আজ
নাইবা পেলাম থাক,
তোমার ভুলের মাশুল গুণতে
স্বয়ং কুপোকাত।

প্রিয় তুমি, ভুলগুলো তাই
আড়ালেই পড়ে থাক,
ভুলের সুরেই কবিতা না হয়
দিক হারিয়ে যাক।

এরপর থেকে ভুলগুলো যেন
মিষ্টি মধুর হয়,
মনমোহনায় ভুল মিশিয়ে
কবিতায় ভাসাবো যুগল হৃদয়।

১৭/০৯/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর
প্রাণ-স্পন্দনে জেগেছে ক্যাম্পাসখানি,
সকলেই আজ আনন্দে উদ্বেলিত
এ যেন নব দিগন্ত পানের এক হাতছানি।

আজ ক্যাম্পাস সেজেছে বর্ণিল সাজে
আনন্দ শোভাযাত্রা, কেককাটা
পায়রা, বেলুন, ফেস্টুন উড়ানো
সবখানেই উৎসবের আলোকচ্ছটা।

নবীন-প্রবীণের অনন্য মিলন মেলা
আজ ভালোবাসার এই ক্যাম্পাসে
সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, ঐকতান বিকশিত
পরম যত্নে মমতাময়ীর বেশে।

শুরু থেকেই দেখেছি–
প্রিয় ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয় দিবস,
কালের আবর্তে বেড়েছে কলেবর; কিন্তু
অভিন্ন আজও অন্তরের মানস।

সকলেই অধীর প্রতীক্ষায় থাকে
বছর ঘুরে আসবে; বারোই অক্টোবর
খুশির মোহনায় ভাসবে সবাই
জয় মাভাবিপ্রবি'র; জয়-জয়কার।

১২/১০/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১২অক্টোবর, টাঙ্গাইল সদর উপজেলার উত্তর-পশ্চিমে মাওলানা ভাসানীর স্মৃতিধন্য ঐতিহাসিক সন্তোষে দেশের ১২তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (মাভাবিপ্রবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তারিখটি (১২ অক্টোবর) 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। এ দিনটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, আবাসিক হল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আলোক সজ্জা করা হয় এবং শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দ র‍্যালিসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রিয় রাসেল

প্রিয় রাসেল,
তোমার নিষ্পাপ রক্ত
আজও বত্রিশ নম্বরে একাকী প্রহর কাটায়
কালো জুতো পরা তোমার পায়ের পদধ্বনি
রাতের নিস্তব্ধতাকে জাগিয়ে দেয়।
তোমার ছোট্ট অবয়ব,
এখনও হত্যাকারীদের খুঁজে ফেরে।
তোমার অমলিন হাসি,
স্নেহময়ী হাসু আপাকে অশ্রুসিক্ত করে
রেহানা আপাকে আবেগ তাড়িত করে।
তোমার খেলার সাথীরা সবাই বড় হয়ে গেছে
তবুও তারা এগারোতে ফিরে যেতে চায়
তোমার সাথে খেলা করবে বলে।
স্মৃতিরা বেদনাদায়ক;
আমরা বেদনাগুলোকে লুকিয়ে রাখি
তবুও মনের অজান্তে–
দু'ফোঁটা অশ্রু নিঃসৃত হয়ে
বেদনাগুলোকে কিঞ্চিৎ হালকা করে,
কিন্তু তোমার অপূর্ণতা রয়েই যায়।
তোমাকে আমরা নিরন্তর ভালোবাসি-
ভালো থাকো, প্রিয় রাসেল।

১৮/১০/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন শেখ রাসেল। তিনি ঢাকার ধানমন্ডিতে ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে সেনা অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার সময় সপরিবারে তাকেও হত্যা করা হয়। সে সময় শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। ১৮/১০/২০২০ খ্রি. শেখ রাসেলের ৫৭তম জন্মবার্ষিকীতে, তাঁর স্মরণে কবিতাটি লেখা হয়েছে।

শিশির বিন্দু

এক ফোঁটা শিশিরের মূল্য কত-
আমার অজানা, তুমি জানো হয়তো ।
অধরে উষ্ণ ছোঁয়া শিশির বিন্দু জলে,
সদা শিহরণ ঐ লাজুক চরণতলে।
অবিদিত অনুভূতি প্রতিটি ফোঁটায়,
মনের গহীন প্রকোষ্ঠ, শুধু প্রেমময়।
শিশির বিন্দু হয়ে ছুঁয়ে যাবো মন,
আলতো আমর্শে, যখন তখন।

২২/১০/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

সমুদ্র দেখবো

অনেক দিন গত হয়েছে সমুদ্র দেখি না
শঙ্খচিলের সুরেলা কণ্ঠের ধ্বনিতে,
সকালের ঘুম ভাঙ্গা-
সেও অনেক দিন হয়ে গেছে।
নোনাজলে নগ্ন পায়ে সাগর তীর ধরে
মাইলের পর মাইল হাঁটা
শুধুই আজ স্মৃতিতে গেঁথে আছে।
মন খুব ব্যাকুল-
সমুদ্র দেখার জন্য।
কবে সুযোগ হবে?
কবে যেতে পারবো আবার?
এবার গেলে,
সৈকতে দাঁড়িয়ে বুক ভরা নিঃশ্বাস নেবো
শীতল সমীরণে শরীরে শিহরণ জাগাবো।
হয়তো আমি একা অথবা কয়েকজন মিলে
'সমুদ্র দেখবো'।

১৯/১১/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

অপচয় করো না

অপচয় করো না, আহ্বান জনে জনে
বর্ণনা আছে তার পবিত্র হাদিস-কোরআনে।
বিজ্ঞানের ব্যাখ্যাও ধর্মগ্রন্থ মতে,
সত্যতার উদাহরণ আছে শতে শতে।
পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইসরা'য়
আয়াত ২৭-এ উল্লেখ অপচয়কারী শয়তানের ভাই।
পবিত্র কোরআনে সূরা আল নাহলের ৬৯ আয়াতে
মধুকরের সর্বোত্তম আবাস ষড়ভুজাকার মৌচাকেতে।
আলোক বিজ্ঞান বলে, ছোট্ট আলোক কণা
ফারমেটের সূত্র মেনে অত্যল্প দূরত্বে পদচারণা।
গাছ খাবার তৈরি করে বায়ুমণ্ডলীয় তাপে
উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সেই বর্ণনা আছে ধাপে ধাপে।
মানব দেহে প্রতিদিন প্রয়োজন ২৫০০ ক্যালরি
জীববিজ্ঞান বলে অতিরিক্ত খাদ্যে দেহে জমে চর্বি।
জীবন পচে মাটিতে সার, খাদ্য পাই সেই মাটি থেকে
প্রকৃতির এই শৃঙ্খলা বর্ণনা কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রে।
হাদিসে বর্ণনা, অজুতেও কি হবে পানির অপচয়,
অতিরিক্ত খরচে অবশ্যই, যদি তা বহমান নদীরও হয়।
ইসলাম বলে, বিজ্ঞান বলে, মহা মনীষীরাও কয়,
অপচয় করো না; হোক সে খাবার কিংবা মূল্যবান সময়।

২২/১১/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

যাবার সময় হইয়া গিয়াছে

যাবার সময় হইয়া গিয়াছে
এবার দাও বিদায়,
বিদায় বেলায় মনে বাজছে
কি ছিল দেনা, কি দায়?

চরম দাপটে করেছি হেলা
ভাবিনি দিক-বিদিক,
শতবার শত অপমানেও
ছিলাম উন্নাসিক।

যাইবার কালে ভাবনা শুধু
কি করেছিনু আশা,
হিসাব নিকাশে কিইবা পেলাম
কতটুকু ভালোবাসা?

মিথ্যা আবেগে কাছে টানিয়াছি
কখনও করিয়াছি অপমান,
ভাবিয়া ভাবিয়া মন উঠিছে কেঁদে
বুকে জ্বালা অদ্রিসমান।

তবু তোমা তরে অনুরোধ শুধু
অশ্রুসিক্ত দু'নয়নে,
ক্ষোভ জ্বালা কেহ রাখিও না মনে
ক্ষমা করিও আনমনে।

৩১/১২/২০২০ খ্রি.
মাভাবিপ্রবি, সন্তোষ, টাঙ্গাইল।